৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসে উপজেলা সমবায় অফিসারের স্বাগত বক্তব্য

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আচ্ছালামু আ'লাইকুম, শুরুতেই বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বংলাদেশের মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানসহ জাতীয় চার নেতা, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদৎ বরণকারী বীরমুক্তিযোদ্ধা ও বীরঙ্গানাগণকে । বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫আগস্টে শাহাদৎ বরণকারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যগণকে । শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলা মায়ের বীরসন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরঙ্গানাগণের প্রতি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এঁর শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে "মুজিব বর্ষে" আজ উদযাপিত হচ্ছে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস । মহামারী করোনা ভাইরাস ডিজিস (কোভিড-১৯) জনিত সৃষ্ট পরিস্থিতে স্বাস্থবিধি মেনে আয়োজিত আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি মিঠামইন উপজেলার সুযোগ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব প্রভাংশু সোম মহান ,আলোচনা সভার মধ্যমণি ইটনা,মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেরার প্রাণপ্রিয় জননেতা প্রধান অতিথি কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক; বিশেষ অতিথি মিঠামইন উপজেলা পরিষদের অভিভাবক বিপুল সম্মানিত উপজেলা চেয়ারম্যান ভাটি মাতা খ্যাত বিশিষ্ট সমাজকর্মী জনাব আলহাজ্ব আছিয়া আলম, আলোচনা সভার অলংকার সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং প্রাণপ্রিয় অংশিদারী সমবায়ী ভাই-বোনদের প্রতি রইল স্বশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলী ,অভিনন্দন ও সমবায় শুভেচ্ছা ।

সম্মানিত উপস্থিতি উপজেলা প্রশাসন,মিঠামইন এর সার্বিক সহায়তায় এ উপজেলার অংশিদারী সমবায়ী ভাই ও বোনদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা সমবায় কার্যালয়,মিঠামইনের উদ্যেগে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি/বিচ্যুতি থাকতে পারে । এ জন্যে শুরুতেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনাদের দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত ত্রুটি/বিচ্যুতি ক্ষমার দৃষ্টে দেখে আমাদেরকে কৃতজ্ঞ করবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলাদেশে সমবায়ের কার্যক্রম শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। এ সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় বিশ্ব অর্থনীতির সকল জোয়ার ভাটা সমবায়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে । পুঁজিবাদের প্রবল দাপটে মাঝে মধ্যে সমবায়ের অবস্থা নাজুক হলেও এর ফলপ্রসূ কার্যকারিতা তাকে টিকিয়ে রেখেছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সার্বজনীন উপযোগী মাধ্যম হিসেবে। এ জন্যেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন " আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে ,উন্নত জীবনের অধিকারী হবে – এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন । এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমূখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।" তিঁনি আরো বলেছেন " বাংলাদেশ আমার ধ্যান,ধারণা,আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নবসৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।" তাই সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে সমবায় অধিদপ্তর ও এর শাখা অফিস হিসেবে উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় সমবায় দপ্তর অংশিদার সমবায়ীগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম পথ হিসেবে গ্রহণ করে সরকারের হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমবায় সম্পর্কে বলেন " সমবায় সমিতিকে উৎপাদনমূখীকরণ,পন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধমে একটি শক্তিশালী সামাজিক অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ ধারনাকে বাস্তবে রুপ দিতে ৪৯তম সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য " বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন " সময়োপযোগি ও যথার্থ । এতে সমাজে বিদ্যমান দারিদ্র, অনাচার,কুসংস্কার,অসামাজিক কার্যক্রম সম্মিলিত ভাবে প্রতিহত করে দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সমাজে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রেখে শক্তিশালী সামাজিক অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলা সহজ হবে।

আমরা সবাই অবগত আছি যে, আমাদের এই বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার রয়েছে । ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পদার্পন করেছে । এরই মাঝে মহামারী করোনা ভাইরাস ডিজিস পরিস্থিতি এ দেশের চলমান অর্থনীতির চাকাতে বাধাগ্রস্থ করে চলছে। সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কোন ব্যাক্তি বা পক্ষ বা সংস্থার পক্ষে বা সরকারের কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয় । সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানকে,সংস্থাকে সর্বোপরি আপামর

জনতাকে সম্মিলিত ভাবে এই বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার প্রয়াসে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে এজন্যে সমবায় অধিদপ্তরের অভিলক্ষ হলো " সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি,অকৃষি,আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা । আসুন আমরা এ দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সমাজ ভিত্তিক সমবায় করে প্রতিটি সমবায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করি।

সম্মানিত উপস্থিতি ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবসের আলোচনা সভায় আপনাদের অবহিত করা হয়েছিল মিঠামইন উপজেলায় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী-তৃতীয় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র, অবহেলিত, কাজ করতে চায় কিন্তু কাজ জানে না এমন প্রকৃতির লোকজনকে সমবায়ে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার লক্ষে সমবায় অধিদপ্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সমবায় অধিদপ্তর এ উপজেলায় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী-৩য় পর্যায় প্রকল্পের কাজ শুরু করে উপজেলা সমবায় অফিসারকে সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করলে উপজেলা সমবায় অফিসার সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। দায়িত্ব গ্রহনের পর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সার্বিক সহযোগিতায় বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মহোদয়গণের আন্তরিক সহাযতায় এ উপজেলার ৬০ টি গ্রাম চিহ্নিত করে এপ্রিল,২০১৯খ্রি: মাস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রকল্প সদর দপ্তরের লক্ষমাত্রা মোতাবেক সেপ্টেম্বর,২০১৯খ্রি: মাসের মধ্যে চিহ্নিত ৬০টি গ্রামে ৬০টি সমবায় সমিতি গঠন করে নিবন্ধন কার্য সম্পন্ন করা হয় এবং পাশাপাশি প্রতিটি নিবন্ধিত সমিতিতে একজন করে গ্রামকর্মী মাসিক ২০০০/- সম্মানী ভাতা প্রদানের শর্তে মনোনিত করা হয়। মে,২০১৯ মাস থেকে গ্রামকর্মী ও সমবায়ীদের মাসিক যৌথ সভা ও ই-প্রশিক্ষণ শুরু হয় এবং আগস্ট,২০১৯ মাত থেকে অবহিতকরণ প্রশিক্ষণও শুরু করা হয় । দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষে ইতোমধ্যে ২০টি সমবায় সমিতি থেকে ২০ জন আগ্রহী মহিলাকে প্রকল্পের অর্থায়নে যাতায়াত,থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে " টেইলারিং ও গার্মেন্টস" প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয় এবং আরো ২০টি সমবায়ের ২০জনকে মার্চ,২০২০ মাসে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করলে কোভিড-১৯ এর কারনে তাদের কোর্স সম্পন্ন হয়নি, আশা করছি চলতি মাসের শেষের দিকে তাদেরকে পুনরায় প্রশিক্ষণের জন্য প্ররণ করা যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের আন্তরিক সহায়তায় এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অবহেলিত, পিছিয়েপরা কর্মক্ষম অদক্ষ ১২০০জন সমবায়ীকে আই.জি.এ. এবং বিভিন্ন ট্রেডে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব হবে। নিবন্ধিত ৬০টি সমবায় সমিতি ২৩৪৩টি পরিবারের ২৭১৭ জন ব্যাক্তিকে সদস্যপদ প্রদান করে সদস্যগণের নিকট থেকে ৩১অক্টোবর,২০২০খ্রি: পর্যন্ত শেয়ার মূলধন বাবদ ২৭৫০০০.০০ টাকা ও সঞ্চয় আমানত বাবদ ২৪৭৬৪৬০.০০ টাকা মোট ২৭৫১৪৬০.০০ টাকার মূলধন গঠনে সক্ষম হয়েছে।গঠিত মূলধনের ব্যবহারের মাধ্যমে গাভীপালন,গরু মোটাতাজাকরণ,হাসমুরগী পালন,দর্জির মালামাল ক্রয়,কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদিতে মোট ৪৩জন সমবায়ীর স্বকর্ম সৃস্টি হয়েছে । কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে জুলাই,২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ও অনার্থিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে থাকায় মূলধন গঠনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। তবে বর্তমানে চলমান কার্যক্রমের গতি আরো গতিশীল হলে (শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানত) আদায়ের মাধ্যমে ডিসেম্বর,২০২২খ্রি: মাসের মধ্যে সমিতি গুলো ন্যূনতম ৫,০০,০০,০০০.০০ টাকা মূলধন গঠনে সক্ষম হবে এবং গঠিত মূলধন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের স্বকর্মসৃষ্টিতে ব্যবহৃত হলে ন্যূনতম ১৮০০জন সদস্যের আত্মকর্ম সৃজন সম্ভব হবে। এতে বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি প্রতিটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির গ্রামবাসীগণ শহরের সুযোগ-সুবিধা নিজ নিজ গ্রামেই ভোগ করতে পারবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মিঠামইন উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১১৭৫ জন মৎস্যজবি ৪৭ টি মৎস্যজীবি সমবায়ে সংগঠিত হয়ে সেপ্টেম্বর,২০২০ পর্যন্ত মোট ৪৮৫ জন মৎস্যজীবির কর্মসংস্থান সৃজনে সক্ষম হয়েছে । স্থানীয় রাস্তা/সড়ক কেন্দ্রিক পরিবহন শ্রমিকগণ ১১টি সমবায়ে সংগঠিত হয়ে সেপ্টেম্বর,২০২০ পর্যন্ত ৩১৫জন পরিবহন শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃজনে সক্ষম হয়েছে। কাঠ ব্যবসায়ী ০১টি নিবন্ধিত সমবায়ের ৩১৭জন সমবায়ীর মধ্যে সকল সমবায়ী আত্মকর্ম সৃজনে সক্ষম হয়েছে,১০টি নিবন্ধিত সমবায়ের মধ্যে ০৪টি ঋণদানকারী সমবায়ের ৩৭৫ জন সমবায়ীর মধ্যে ২০৫জন সমবায়ী আত্মকর্ম সৃজনে সক্ষম হয়েছে,প্রায় ১৫০জন কৃষি শ্রমিক ৬টি কৃষিজ পণ্য উৎপাদনমূখী সমবায়ে সংগঠিত হয়ে প্রায় সকলেই আত্মকর্ম সৃজনে সক্ষম হয়েছে। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্ম সৃজনে সক্ষম সমবায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষসহ সকল সমবায়ীকে এ জন্যে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং চলমান

কার্যক্রমের ধারা অব্যহত রেখে এ উপজেলার সমবায়ীগণ ২০২১ সালের মধ্যে তাদের দারিদ্রতা দূর করে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী সমবায়ী হিসেবে আত্ম প্রকাশ করতে সক্ষম হবে বলে দৃঢ় আশা পোষণ করছি।

সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদের সদয় জ্ঞাতার্থে মিঠামইন উপজেলার নিবন্ধিত সমবায় সমিতি গুলোর সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো-

ক্রঃনং	সমিতির প্রকার	সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	শেয়ার মূলধন	আমানত	কার্যকরী মূলধন	সৃষ্ট কর্মসংস্থান	সৃষ্ট আত্মকর্ম
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯
সাধারণ সমবায় সমিতি								
০১	মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	৪৭	১১৭৫	৬০৫০০০	৪৫০১০০০	৫১০৬০০০	১৫২	৪৮৫
০২	কৃষিজ পণ্য উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি	০৯	২৬৭	২১৮০০০	২৪১০০০	৪৫৯০০০	০	১৫০
০৩	শ্রমিক সমবায় সমিতি	০২	৮৭	১১৫০০০	১০৪০০০	২১৯০০০	০	৮৭
০৪	ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায়	০২	৮৫	২৪০০০	৪৬০০০	৭০০০০	০	০
০৫	ভূমিহনি সমবায় সমিতি	০১	৩০	১০০০০	৮৫০০০	৯৫০০০	০	০
০৬	মহিলা সমবায় সমিতি	০২	৪৩	৪০০০০	৪০০০০	৮০০০০	০	০
০৭	মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি	০২	১১৪	৩৮০০০	৪৫০০০	৮৩০০০	১	০
০৮	পরিবহন শ্রমিক সম: স:	১২	৪১৯	২৫৩০০০	২৩৫০০০	৪৮৮০০০	৩	৩১৫
০৯	ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি	০১	৩১৭	৪৫০০০	৫০০০০	৯৫০০০	০	৩১৭
১০	সঞ্চয় ও ঋণদান সম:স:	০৬	২৮৩	১৪৮০০০	২৭৪০০০	৪২২০০০	২	১৭৭
১১	বহুমূখী সমবায় সমিতি	০৪	১১৩	১৩২০০০	৩১৪০০০	৪৪৬০০০	০	১৯৮
১২	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন মস:স:	০৯	২৬৬	১৭০০০০	১৬৮০০০	৩৩৮০০০	০	১৫
১৩	ভুমি উন্নয়ন সমবায় ব্যাংক	০১	৭৪	৪৫০০০	১১৬০০০	১৬১০০০	০	০
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প								
	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সম:স:	৬০	২৭১৭	২৭৫০০০	২৪৭৬৪৬০	২৭৫১৪৬০	৬০	৪৩
বি.আর.ডি.বি.								
০১	কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি	০১	১৫৯	২৬৮০০০	৭৩৩৫০০০	৭৬০৩০০০	২	০
০২	কৃষক সমবায় সমিতি	১৫৯	৩৫৮৪	৪৩৪০০০	৫০৯০০০০	৫৫২৪০০০	০	০
সি.আই.জি.								
০১	সি.আই.জি ফসল সম: স	৩৮	১১৪০	১১৪০০০	২১৫০০০	৩২৯০০০	০	০
০২	সি.আই.জি প্রাণী সম: স	১৬	৪৮০	৪৮০০০	৪৮০০০	৯৬০০০	০	০
০৩	সি.আই.জি মৎস্য সম: স	১৪	২৮০	৪২০০০	২৮০০০	৭০০০০	০	০
	সর্বমোট	৩৮৬	১১৪৭৪জন	৩০২৪০০০	২১৪১১৪৬০	২৪৪৩৫৪৬০	২২০জন	১৭৮৭জন

পরিশেষে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এঁর আজীবনের লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে অংশিদারী সমবায়ী ভাই-বোনদের সমবায় আন্দোলনে অধিকতর স্বক্রিয় হতে এবং প্রতিটি সমবায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে আহবান জানাচ্ছি। সম্মানিত উপস্থিতি অনেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রেখে আজকের এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানের সুন্দর্যবৃদ্ধির পাশাপাশি ধৈর্যসহকারে অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহায়তা করেছেন, তাই আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সকলকে আবারো সমবায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ